যুগান্তর

তারিখ ... 03 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

সিলেটের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষক সংকট

সিলেট ব্যুরো

সিলেটের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান। বিভিন্ন বিদ্যালয় বারবার পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক পাচ্ছে না। বিশেষ করে মফস্বল এলাকার স্কুলগুলো মহিলা কোটা পূরণ নিয়ে বিপাকে পড়েছে। গ্রামাঞ্চলে যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলা না থাকায় শহরাঞ্চলের কোন মহিলা মফস্বলে যেতে চান না বলে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা জানান। এদিকে সিলেবাস শেষ না করেই পরের ক্লাসে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আর ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের মতো বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ গ্রহণ না করে ছাত্রছাত্রীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমনকি মাধ্যমিক পরীক্ষায় এসব বিষয়ে ফেলের হার বেড়েই চলেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় এবং মহিলাদের জন্য ৩০ ভাগ কোটা সংরক্ষণও জটিলতার সৃষ্টি করছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই নিয়মের কারণে সাময়িক অসুবিধা হলেও দেশের জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে বলে মনে করেন। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫' পাস হয়। স্বজনপ্রীতি, যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ না করা ও ম্যানেজিং কমিটির অন্যায় প্রভাব বন্ধ করার জন্য এই আইনের ব্যবস্থা করা হয়। আইন অনুসারে ওই কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র ছাড়া কেউ নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবে না। পাশাপাশি ২০০৪ সাল থেকে চালু হওয়া শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা কোটা নিয়োগের বিধি বিষয়টিকে আরও জটিল করে। সরকার অনুমোদিত একটি মাধ্যমিক স্কুলে ৯ জন ও নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে ৫ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে। পরে স্কুলের ছাত্রছাত্রী অনুযায়ী প্রতিটি ক্লাসে সেকশন করে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ৬০ : ১। ৬০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকবে। দেখা যায়, অধিকাংশ স্কুলে চাহিদা মতো শিক্ষক নেই। এরপর নিবন্ধন ও শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা কোটা আইন চালুর পর এ সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। জানা গেছে, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে হলে প্রার্থীকে বিএড পাস অথবা স্নাতকোত্তর পাস হতে হবে। সে ক্ষেত্রে সিলেট অঞ্চলে এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদের সংখ্যা কম। এ অবস্থায়

বারবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না

মহিলা কোটার কারণে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলেও নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কারণ কোটা অনুযায়ী মহিলা নিয়োগ দিতে হবে। কিন্তু এমন অবস্থাও দেখা গেছে, কোন কোন স্কুলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর মহিলা প্রার্থীর অভাবে বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হয়েছে। সম্প্রতি জকিগঞ্জের গোলাম মোস্তফা চৌধুরী ও লালাবাজার হাইস্কুলে মহিলা কোটা পূরণ না হওয়ায় নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা হয়। নিয়োগকৃত ২ জন শিক্ষকের এমপিও এখনও আসেনি। অপরদিকে একটি সময়ে নিয়োগকৃত মহিলা শিক্ষকের এমপিও এসেছে। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার (মাধ্যমিক) কাজী সানোয়ার হোসেন বলেন, সিলেট অঞ্চলের জন্য শিক্ষক সংকটের সমস্যা প্রকট। কারণ সিলেট অঞ্চলে যোগ্য শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এছাড়া শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা কোটার কারণে স্কুলগুলোতে নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে নিয়মিত অবসরের কারণে একের পর এক পদ খালি হচ্ছে। শিক্ষকের অভাবে অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। চাহিদা অনুযায়ী ক্লাস না হওয়ায় প্রায় সময়ে সিলেবাস অসম্পূর্ণ রেখে পরবর্তী ক্লাসে উঠতে হয় শিক্ষার্থীদের। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দক্ষতা কমে যায়। বিশেষ করে স্কুলগুলোতে অংক, ইংরেজি ও বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক সংকটে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। যার পুরো প্রভাব গিয়ে পড়ে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে। সম্প্রতি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের ৮০ ভাগই এসব বিষয়ে ফেল করেছে বলে বোর্ড সূত্র জানায়। জেলার কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নগরীর ব্লুবার্ড স্কুলে ২টি, রাজা জিসি স্কুলে ২টি, শাহপরাণ হাইস্কুলে ৬টি, পাঠানটুলা হাইস্কুলে ৪টি, এইডেড হাইস্কুলে ২টি, জৈন্তাপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি, রসময় উচ্চ বিদ্যালয়ে ২টি, ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩টি, আল-আমজাদ হাইস্কুল এন্ড কলেজে ২টি, বাথেরহাট হাইস্কুলে ২টি, সেন্ট্রাল জৈন্তা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২টি, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার হাইস্কুলে ৩টি, হরিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ২টি ও ক্যাপ্টেন রশিদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ১টি পদ খালি রয়েছে। কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এ ব্যাপারে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। শিক্ষক শূন্যতা সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে সিলেট শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এসএম আবদুল মালেক বলেন, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিবন্ধন আইন। ভালো একটি পদক্ষেপের কারণে সাময়িক ক্ষতি হলেও এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি ভালো উদ্যোগ। এছাড়া দাতা সংস্থার চাপে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা কোটার বিধি চালু করা হয়েছে।

শিক্ষা
৪৩